সার্ধশততম জন্মদিবসের প্রাক্কালে স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে

শ্রী লক্ষীনারায়ন ঘোষ

"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" স্বামী বিবেকানন্দের এই চিরন্তন বাণী দিয়েই তাঁর কর্মবহুল সন্ন্যাস-জীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি । আধ্যাত্মিক চেতনালাভ ও মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই তাঁর যাত্রা শুরু । অতঃপর ভারতের বিশিষ্ট সাধুসন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা এবং শেষ পর্যন্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণে আশ্রয় ও আধ্যাত্মিক চেতনালাভ । গুরু রামকৃষ্ণদেবের পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে বিবেকানন্দ স্বীয় আধ্যাত্মিক মুক্তির ইচ্ছা ত্যাগ করে মানবমুক্তির পথই অনুসরণ করেন । কর্মযোগী বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞের শুরু এইভাবেই ও এই কর্মপ্রবাহ চলে তাঁর সারাজীবন ।

ভারত তখন পরাধীন - ভারতবাসী তাই ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর অবহেলা, অত্যাচার আর নিষ্পেষণে জর্জরিত ও চেতনাহত । দারিদ্র্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আশ্রয়াভাব, শিক্ষাভাব ক্রমেই সকলকে গ্রাস করায় ভারতবাসীর গুণাবলীর অবলুপ্তি । ভয়াবহ দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব ও তার জ্বালা-যন্ত্রনায় দগ্ধকাতর ভারতবাসীর ম্রিয়মান অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাথাতুর সন্ন্যাসী তার নিরসনের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান । তাঁর মতে খালি পেটে ধর্ম হয়না । শীর্ণ শরীরে কিছু করা যায় না । এরজন্য চাই অযুত হাতীর বল, বলিষ্ঠ দেহ ও মন । সেইজন্যই তাঁর প্রয়োজন ছিল "ইসলামিক দেহ ও বৈদান্তিক মনের" মানুষের । প্রাথমিকভাবে নিরন্নের মুখে অন্ন, তষ্ণাতুরকে জল, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, মুর্খকে বোধদান এগুলিই তাঁর কর্মের ভিত্তি আর এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত তাঁর জীবনের বিশাল কর্মযজ্ঞ ।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ আর তাঁর মহাপ্রয়াণের পর মা সারদার নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে বিবেকানন্দের কর্মজীবনে প্রবেশ ও তার সাধন । সেইমত গঙ্গার পশ্চিমতীরে কলকাতার অপর প্রান্ত হাওড়া জেলার বেলুড়ে তাঁর গুরুভাইদের

অকৃপণ সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে প্রথমে "রামকৃষ্ণ সংঘের" প্রতিষ্ঠা, পরে সকলের অপরিসীম প্রচেষ্টায় ভিক্ষালব্ধ ধন-সম্পদ আর সহৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দানে "রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের" প্রতিষ্ঠা হয় । পরবর্তীকালে স্বামীজী ও তাঁর অনুগামী গুরুভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তথা বহির্বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই এর প্রসার ঘটে ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনাদর্শ, "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" বাস্তবায়ন করেন স্বামীজী । রামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মকেই সমজ্ঞান করতেন । তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নেই কোন ভেদ, মানুষে মানুষে নেই কোন পার্থক্য, আছে শুধু বিশ্বাস আর ভালোবাসা । তাই তিনি বলেছেন, "যত মত তত পথ" । এই মতাদর্শের ধারক ও প্রধান বাহক স্বামী বিবেকানন্দ ।

আরব্ধ কাজ সমাধা করার উদ্দেশ্যে তিনি পরিব্রাজকের ভূমিকায় পদব্রজে ভারত পর্যটনে বেরোন এবং সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রনা-ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে স্বীয় কর্তব্য পালনে অবিচল থাকেন । দুর্গম হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং মায়াবতীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন । পরবর্তীকালে হিমালয়ে বিভিন্ন জায়গায় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আজও তাঁর ভূমিকা পালনে অম্লান । বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিবেকানন্দের রাজস্থান ভ্রমণ । এখানে তাঁর সঙ্গে আলোয়ার রাজের সাক্ষাৎকার ও আলোয়ার রাজকে তাঁর শিষ্যরুপে গ্রহণ । বিবেকানন্দের মোহময় সুমধুর সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁর স্বরুপ উপলব্ধি করেন ও শিষ্যত্বগ্রহণ করেন । বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞে তাঁর দান অনস্বীকার্য । দক্ষিণ ভারত ভ্রমণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । মাদ্রাজী যুব সম্প্রদায়ের কাছে তিনি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিলেন । তাদের সহযোগিতাতেই দক্ষিণ ভারতে তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন । সে সময় ভারতের সমাজ স্থানীয় কুপ্রথা, কুসংস্কারে ছিল জরাজীর্ণ - মানুষের মন ছিল সংকীর্ণ এবং সততই হীনমন্যতা ভোগ করত । বিবেকানন্দের প্রচারিত আদর্শ মানুষকে উক্ত কুসংস্কারমুক্ত হতে শিক্ষা দিয়েছিল অর্থাৎ ভারতবাসীকে নবজাগরণের পথনির্দেশ করেছিল । পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলন সংগঠনে তা অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল । নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন স্বামীজীর অকালপ্রয়াণ না ঘটলে তিনি তাঁকে গুরুবরণ করতেন । স্বামীজীর কথা "Arise, awake and stop not till the goal is reached".

বিবেকানন্দ ভারতে প্রকৃত শিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মসচেতন এবং প্রত্যেককে কর্মবীরে পরিণত করতে চেয়েছিলেন । তাঁর শিক্ষাদর্শে শিক্ষার স্বরুপ হল "Education is the manifestation of the perfection already in man". তিনি বলেছেন "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"। তাঁর শিক্ষাদর্শ বাস্তবে রুপায়িত হলে বিশ্বে মানব সমাজের প্রভূত কল্যান সাধিত হবে । আমরা সকলেই বুঝব "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ ধরণীপরে" এই ভাবের তাৎপর্য । জীবমাত্রই পরমাত্মার অংশ এবং কর্মের মাধ্যমে সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনই জীবনের লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কাম কর্মসাধন । জড়-জগতের দম্ভ, শক্তি, অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, মান সবই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর ।

বিবেকানন্দের জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান । পাশ্চাত্য দেশ যখন ভারতীয়দের দিতনা কোন মর্যাদা, যখন অবহেলা, ঘৃনা আর তাচ্ছিল্য করত তাদের, তেমনই সময়ে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে, চরম দারিদ্র্যের জ্বালা নিয়ে পৌঁছেছিলেন শিকাগোতে ; তবে তেজোদীপ্ত মন, প্রচন্ড আত্মপ্রত্যয়, গুরুকৃপা আর 'মা' - এর আশিস ছিল তাঁর সাথে । সভাস্থলে ছিলেন জগতের নানা দেশের নানা ধর্মের জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ প্রতিনিধিগণ, তার মধ্যে ভারতের প্রতিনিধি সর্বকনিষ্ঠ ত্রিশ বছরের যুবক বিবেকাবন্দ ; স্বভাবতই সকলের অনাস্থা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি তাঁর ওপর নিপতিত । বহু প্রচেষ্টায় ধর্মসভায় বলার জন্য অত্যল্প সময় তাঁর জন্য বরাদ্দ হয় । কিন্তু তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর, বিনয়ী সুললিত ভাষা, দৃপ্ত ভঙ্গিমা আর সারগর্ভ বক্তৃতার মোহজালে আবিষ্ট হয়ে পড়েন সকলেই । সংগঠকেরা বিস্মৃত হন সময়সীমা দেখে, ভূয়সী প্রশংসার করতালিতে মুখরিত হয় সভা-প্রাঙ্গণ, সভাস্থল থেকে মুহুর্মুহু আসে আরও

বলার অনুরোধ । এ যেন এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল ! তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ ও আপ্লুত হয়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আমেরিকাবাসীদের অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । নানাদিক থেকে আসে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ । এভাবেই বিবেকানন্দ বিশ্বমাঝে ভারতমাতাকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তির অনুকূল বাতাবরণের পথ দেখান ।

দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের কাছে ভারতবর্ষ ছিল বাল্যের লীলানিকেতন, যৌবনের উপবন আর বার্ধক্যের বারানসী । তাঁর কাছে মুচি, মেথর, দরিদ্র, অজ্ঞ কেউই অবহেলার পাত্র ছিলেন না । সকল ভারতবাসীকেই তিনি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন । নিজের শাশ্বত মুক্তির আগে চেয়েছিলেন পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের মুক্তি । তাই নিষ্কাম কর্মই ছিল তাঁর জীবন । সকল মানুষই পরমাত্মার অংশ, তাই সকলেই শ্রদ্ধা ও সেবার যোগ্য । তাঁর জনসেবার বিশেষত্ব দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের সেবা । তাঁর ৩৯ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনকালের এই ছিল সাধনা । এই কথাই আমাদের কাছে "We live in deeds, not in years" এই অমূল্য ভাবটির তাৎপর্যের উপলব্ধি ঘটায় । তিনি সর্বপ্রথম চেয়েছিলেন ভারতের সমাজের যথার্থ উন্নয়ন । তাই এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত "Solution is not lowering the higher, but raising the lower to the higher" প্রনিধানযোগ্য ।